NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
School of Humanities
Established By Act (W.B. Act (XIX) of 1997 and Recognised by U.G.C.
Head Office: DD-26, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064;Phone: 033 40663214
Kalyani Campus: Kalyani Ghoshpara, Kalyani 741235; Phone: 033 25820103
Website: www.wbnsou.ac.in; Email: nsou@wbnsou.ac.in

10th Colloquium on "Reading Indian Literature in Bengali: Open and Distance Praxis": Report

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ মানববিদ্যা অনুষদের উদ্যোগে ইউ.জি.সি-ডি.ই.বি-র অর্থানুকূল্যে দশম কলোকিয়াম আয়োজিত হয়েছিল ২৮ অগাস্ট, ২০১৫-য় । এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার সহযোগী অধ্যাপক মনন কুমার মণ্ডলের একটি প্রকল্পের অংশবিশেষ । প্রকল্পটির নাম 'Reading Indian literature in Bengali : Open and Distance Praxis' বা 'বাংলা ভাষায় ভারতীয় সাহিত্য পাঠ' ।

এই প্রকল্পের লক্ষ্য আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ধারণা, তার বিকাশ এবং তার বর্তমান অস্তিত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের মাধ্যমে সাহিত্য চর্চার একটি পরিসর তৈরি করা । বহুভাষিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন সাহিত্যের নানা লেখকের লেখার অনুবাদচর্চার মাধ্যমে সাহিত্য সমালোচনার গণ্ডী প্রসারিত করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য । সেই উদ্দেশ্যেরই একটি অঙ্গ হল এই ধরনের কলোকিয়ামের আয়োজন ।

২৮ অগাস্ট, ২০১৫-য় দুপুর দুটোয় এই প্রকল্পের পরিচালক ও আহ্বায়ক ডঃ মনন কুমার মণ্ডল তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে উক্ত প্রকল্পের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন । এরপর প্রথম বক্তা তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেন । বক্তব্য শেষে ছিল পনেরো মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত আলাপ পর্ব । তারপর শুরু হয় দ্বিতীয় বক্তার বক্তব্য পরিবেশন ।

কলোকোয়ামে আমন্ত্রিত এই দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার সহকারী অধ্যাপক অনামিকা দাস । তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল, 'ভারতীয় গোয়েন্দা সাহিত্য ও গণমাধ্যমের রাজনীতি' ।

প্রায় দেড় ঘন্টা ব্যাপী তাঁর সেই বক্তব্যের মূল ভরকেন্দ্র ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরিচয়প্রদান এবং তারপর, মূলত ব্যোমকেশ বক্সীকে কেন্দ্র করে গণমাধ্যমের রাজনীতির চেহারাটি সুস্পষ্ট করা ।

শরদিন্দু তাঁর অমর সৃষ্টি ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে মোট তেত্রিশটি গল্প লিখেছিলেন --- শেষেরটি যদিও অসমাপ্ত । এই কাহিনিগুলির মধ্যে বেশ কিছু কাহিনি নিয়ে বাংলা ও হিন্দি ভাষামাধ্যমে চলচ্চিত্রায়ণ ঘটেছে । হয়েছে বিভিন্ন দূরদর্শন ধারাবাহিকও । কিন্তু সেগুলির কোনো একটিতেও লেখকের অভিপ্রেত সত্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি ।

একথা অনস্বীকার্য যে, সাহিত্য ও চলচ্চিত্র দুটি সম্পূর্ণ আলাদা মাধ্যম । কাজেই তাদের ভাষাভঙ্গীও যে আলাদা হবে, সেটাই স্বাভাবিক । কিন্তু শুধু 'চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে' ঠিক কতখানি স্বাধীনতা নিতে পারেন একজন পরিচালক, কতখানি স্বাধীনতা নিলে লেখকের অধিকার সুস্থিত থাকে --- সেই দিকটিকেই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক অনামিকা দাস । লেখকের অভিপ্রেত সত্যকে অমান্য করে পরিচালকরা-যে

স্বকপোলকল্পিতভাবে একের পর এক ব্যোমকেশ-কাহিনিকে চলচ্চিত্রায়িত করে চলেছেন, তাতে শরদিন্দুর মূল ব্যোমেকশ-কাহিনি ঠিক কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে --- একজন ব্যোমকেশ-পাঠক হিসেবে তারই তুল্যমূল্য বিচার করেছেন অনামিকা।

ব্যোমকেশ-কেন্দ্রিক শরদিন্দুর মূল টেক্সট্ এবং নাটক, থিয়েটার, দূরদর্শন ধারাবাহিক, চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন গণামধ্যমে পরিচালক বা নির্দেশকদের স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির বিভিন্ন উদাহরণ চয়নে অনামিকা গণমাধ্যমের রাজনীতির দিকটি সুস্পষ্ট করেছেন। দেখিয়েছেন, ' ... too much interpretation can lead us to see what we want to, rather than quite specific intention of the author'।

অনমিকার বক্তব্যের শেষেও ছিল পনেরো মিনিটের একটি সংক্ষিপ্ত আলাপ-পর্ব। কলোকোয়ামে উপস্থিত সকলেই তাঁর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত যুক্তিকে সমর্থন করেন এবং সাহিত্য-কেন্দ্রিক মুক্ত চিন্তাভাবনা বিনিময়ের একটি অবকাশ তৈরিতে আরো বেশি সংখ্যায় এই ধরনের কলোকোয়ামের আয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরিশেষে, 'বাংলা ভাষায় ভারতীয় সাহিত্য পাঠ' --- এই প্রকল্পের পরিচালক ও আহ্বায়ক ডঃ মনন কুমার মণ্ডল তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে উক্ত কলোকোয়ামের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।